সবিতাসুদর্শন

কাব্য।

"কোন অজ্ঞাত মৃত কবি" কর্ত্তৃক

প্রণীত।

উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোপি সমান ধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী ।।

ভবভূতি।

কলিকাতা :—পাথুরিয়াঘাটা ;
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৮৮৪।

উৎসর্গ।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
মহাশয় মহাশয়েষু।

কুমার! আপনি প্রেমিক, প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আপনিই বুঝেন। এই পুস্তক খানি আমি বড় ভাল বাসি, আদরের সহিত আপনার করে অর্পণ করিলাম ইতি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

সবিতাসুদর্শন

ক্যব্য।

পূর্ণ তীর, স্বর্ণ জল, নিদাঘ সন্ধ্যায়
কলনাদে দোলে তরঙ্গিণী ;
পটবাসে হাসে মন্দ আন্দোলিয়া কায়
রসবতী কৌতুকী কামিনী।

মন্দির উন্নত শির, শূল চক্র তায়
শির আভরণ শোভা পায় ;
বিলাসিনী কাশী! কিবা সেজেছে তোমায়
নিতম্বের মেখলা গঙ্গায়!

কত দূর-সঙ্গীত ভাসিয়া সমীরণে
ধীরে হয় কর্ণে আলিঙ্গিত,
দীর্ঘ-ঘণ্টা-কলনাদ, সন্ধ্যা আরাধনে,
ধূপ গন্ধে দিক আমোদিত।

কাশী হেন সুখধাম ধরে না সংসার,
তায় সন্ধ্যা সুরম্য এমন ;
মনোহর ঘাট তায় মণিকর্ণিকার,
তথা এক আসীন ব্রাহ্মণ।

বৃদ্ধ বয়ঃ, হেমন্তের তুষার পতনে
ধবলিত বটে তার শির ;
তবু যেন জ্যোতি ভরে জলে দুনয়নে
যৌবনের নিদাঘ মিহির।

প্রবীণ, প্রাচীন, অতি সম্ভ্রম ভাজন—
বিগলিত হেয় কায় নয়—
ফুল্ল পুষ্ট দেহ গর্ব্বে জানায় আপন
যৌবনের পুণ্য পরিচয়।

গম্ভীর বদন—নয় গর্ব্বের আধার—
কোমলা করুণা তায় বসি ;
গত মোহ-ঘন, ক্ষণ-হর্ষ চপলার
মুক্ত মুখ—সন্তোষের শশী।

কভু দৃষ্টি গঙ্গাজলে—গলিত কাঞ্চনে—
কখন বা নভঃ কান্তিমায়,
কভু পরপারে নীল কানন আসনে
স্থূল রক্ত রবি প্রতিমায়।

"হে জবা-সঙ্কাশ ভানু ! জগত রঞ্জন !"
প্রাচীন কহিল ধীরে ধীরে,
"যাও অন্য লোকে গিয়া জাগাও জীবন,
হাসাও সলিলে নলিনীরে।

"হেসে হৈমবতী ঊষা ডাকিছে তোমায়,
হেসে তুমি চলিতেছ তায় ;
"আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়
ছায়া সতী সপত্নী ঈর্ষায়।

"দেখিলে দক্ষিণ মিলে পদতলে ছায়া,
হও তুমি প্রজ্জ্বলিত তায় ;
"তপন স্বভাবে তব কিছু নাই মায়া—
পরিহর তখনি তাহায়।

"জীবন-কিরণাকর! ভুবন প্রকাশ!
তুমি আদি-সৃষ্টি অনাদির;
"সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা-আভাস—
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির।

"অনাদি অনন্ত, কাল-ভুজঙ্গের কায়
স্বর্ণ-শরে না কাটিলে তুমি,
"বিশাল বেষ্টনে চির রহিত নিদ্রায়
রম্য এ বিপুল বিশ্বভুমি।

"কি সুষমা শোভা হল প্রথমে যখনে
হলে ভানু শূন্যে বিভাসিত!
"বিকশিল বিশ্বফুল বিচিত্র বরণে—
সিত পীত হরিৎ লোহিত।

"হে লোক-পুলক প্রিয়-আলোক-কারণ !
তুমিই জনক সুষমার—
"দৃশ্যের বরণ তুমি, দর্শকে নয়ন—
সব তম বিহনে তোমার।

"রঙ্গিম কিরণ-স্রোতে সুখে করি স্নান
পায় সবে বর্ণ আপনার ;
"এক বিভা—কি বিচিত্র রূপের বিধান !
সব সম—বিহনে তোমার।

"দীধিতি-নিধান ! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !
পালক জীবন-উষ্ণতার,
"'বিশ্ব-আত্মা' 'বৈশ্বানর' বেদে করে গান,
সব শব—বিহনে তোমার।

"অসীম আকাশ-ক্ষেত্রে বালক ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল ভ্রমণ ;
"রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়
পরশিত কাঞ্চন চরণ।

"সুলোহিত পীত সিত বিচিত্র বিভায়
চারি পাশে নাচে গ্রহগণ,
"ব্যসনিত ভৃত্য সম লুকায় ত্বরায়
তোমায় করিলে দরশন !

"এলো চুলে, হেলে দুলে, মিলে করেকরে
আগে আগে নাচে হোরাগণ ;
"এক চক্র রথ চলে, চলে তার পরে—
পরে পরে, ঋতু ছয় জন ।

"কোমল বসন্ত-রস প্রকাশ তোমায়,
পিক গীত, ভৃঙ্গের গুঞ্জন ;
"তোমা বিনা নিদাঘের প্রতাপ কোথায়—
সরসির সলিল শোষণ !

"বিচিত্র নিরদ কেবা বর্ষায় দেখায়—
কভু নীল কমল নীলিমা !
"কখন দলিত কৃষ্ণ কজ্জলের প্রায় !
কভু গুর্বী কুচের কান্তিমা !

"করশর—বেগে বায়ু পরাজিত যায়—
ঘন তূণে রাখি আবরিত,
"ধানকী প্রধান ! তুমি দেখাও বর্ষায়
ধনু কিবা যতন-চিত্রিত !

"পারদ মাখায় কেবা শরদ শরীরে—
কাশ ফুলে কাননে দোলায় !
"কুয়াসার যবনিকা-অন্তরালে ধীরে
হাসো বসি হেমন্ত ঊষায় !

"নলিন বিহীন বলে শিশিরে কি, হায় !
পরিহর ত্বরিত সংসার !
"নেত্রনীর রূপে বর্ষি নীহার নিশায়
কান্দে ধাত্রী অভাবে তোমার !

"কীলক সমান বলে পণ্ডিতে তোমায়,
পেয়ে যার আলম্বন বল
"বেগে বিঘুর্ণিত সবে আপন কক্ষায়
ছোট বড় লোক-চক্র দল।

"ক্ষীণ—ক্ষীণতর ভানু!—বিলীন এখন!—
বুঝালে কি ভ্রান্তমতি নরে?
"তেজস্বী হলেও চির প্রভার কখন
কারুই না রয় ধরা'পরে!

"আগত প্রভাতে তুমি ভাতিবে আবার,
হবে নাম 'তরুণ তপন'—
"পুরাণ পুরুষে বলে 'নবীন কুমার'
লভে পুন জনম যখন।"

হেন কবিতার ভাবে ভাবিছে ব্রাহ্মণ—
ফিরাইয়া নয়ন ত্বরিত
হেরিল জনেক তার বন্দিতে চরণ—
চরণ নিকটে নিপতিত।

উঠিল প্রণত জন;—"সুখী হও!" বলে
দ্বিজবর আশীষিয়া চায়—
শশাঙ্ক সন্ধ্যায় যেন উদিত ভূতলে—
কি কিশোর কিসলয় কায়!

বাল্যকাল অতীত, না আগত যৌবন—
শীত গ্রীষ্মে বসন্তের সেতু—
কিছু দিনে যোগ্য হবে যুবা-সম্বোধন,
শিশু বলা যায় স্নেহ হেতু।

চম্পক-চণক জিনি তনু সুচিত্রিত,
ধী-প্রাঙ্গন প্রশস্ত ললাট,
কাক-পক্ষ-কৃষ্ণ আঁখি অতি প্রসারিত,
অধরোষ্ঠ মিলিত কপাট।

মসী লোমে নয় লেখা লাবণ্য রেখায়
সে আননে লিপি প্রকৃতির—
যে দেখিবে সেই ভাল বাসিবে ইহায়—
তার যোগ্য বাহক শরীর।

জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর—"কি নাম তোমার?
বিদেশী কি নিবাস হেথায়?
নয়ন-পুত্তলি তুমি কাহার কুমার?
প্রয়োজন আছে কি আমায়?"—

" শিশুকালে পিতা মাতা নিহত আমার,"
ধীরে শিশু করিল উত্তর—
"সুদর্শন নাম, আমি দ্বিজের কুমার,
যথা সন্ধ্যা হয় তথা ঘর।

"সহোদর সহোদরা কেহ নাই আর,
ভ্রমি একা এ সংসার বনে ;
"অনাথ দশায় তত দুখ না আমার,
যত হয় অজ্ঞান কারণে।

"যারে চাই সেই দেয় ক্ষুধায় আহার,
বেঁচে আছে দেহ বটে তায়—
"বিদ্যার ক্ষুধায় আত্মা নিহত আমার,
কৃপানিধি ! বাঁচাও আমায় !

"চির মাতৃগর্ভবাসে রয় যেই জন,
তত দুঃখ নাহি গণি তার,
"জননী-জঠর বুঝি হবে না এমন,
মোহ-গর্ভ যেমন আন্ধার।

"তোমার মহিমা গায় কাশীবাসিগণে,
রত শিব কার্য্য সম্পাদনে,
"লভিলে জীবনে মুক্তি তব অধ্যাপনে,
রাম নাম না চাই মরণে।

"সবে বলে ধরণী ধরে না হেন আর
বিজ্ঞ তব সম অধ্যাপনে,
"সমুচিত শিষ্য, প্রভু, আমিই তোমার,
হেন অজ্ঞ নাই অধ্যয়নে।

"তব পদরজঃ হয় অপূর্ব্ব অঞ্জন,
জন্ম-অন্ধে আঁখি পায় যায়—
"বিধির বিনোদ বিশ্ব-রচনা কেমন
যদি, প্রভু! দেখাও আমায়।"

ভৃঙ্গের গুঞ্জন সম শিশু হেন বলে,
তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল,
সুকোমল দ্বিজবর-হৃদয়-কমলে
করুণার মধু উথলিল ঃ—

"ছাড় ক্ষোভ, প্রিয় শিশু! জনকজননী
চির দিন কার রয়, হায়!
"স্রোতস্বতি নদী সম জানিবে অবনী—
তৃণ হেন মিলে জীব তায়।

"ক্ষোভ না করিতে হবে বিদ্যা-কামনায়,
সুখে চির কর অধ্যয়ন,
"শাস্ত্র-সিন্ধু জানিবে এ জলসিন্ধু প্রায়,
পার তার পায় কোন জন?

"মায়া গর্ভে-মোহ তমঃ-ঘোর-আবরণে
ভ্রূণভাব আমা সবাকার;
"আর কে নিপুন বল সে গর্ভ গোচনে?
স্বরস্বতী ধাত্রী বটে তার!

"বিধির বিচিত্র বিশ্ব-গ্রন্থ বিরচন!
কার সাধ্য ভাব বুঝে তার?
"অজ্ঞ টীকাকার তার অতি বিজ্ঞজন—
বুঝাইতে দেখায় আন্ধার!

"যা কিছু সঞ্চিত আছে সপিব তোমায়—
চল, থাক আলয়ে আমার !"
নিকেতনে চলে দ্বিজ সুখদ সন্ধ্যায়,
চলে শিশু পিছে পিছে তার।

নয় উচ্চ অট্টালিকা যথা উত্তরিল,
চারি খানি কুটীরের ঘর ;
"কোথায় সবিতা !" বলি প্রাচীন ডাকিল,
মধুস্বরে লভিল উত্তর।

প্রদীপ লইয়া করে, সমীর শঙ্কায়
এলো বালা সুমন্দ গমনে,
দীপ্ত মুখ দীর্ঘরক্তপ্রদীপশিখায়—
চুম্বিত চঞ্চল সমীরণে।

সুকুমারী কুমারী—যুবতী বলি তারে
দেয় না হৃদয়ে পরিচয় ;
উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ভাতি কে বুঝিতে পারে
কত হবে শিখার সময় ?

মুকুতা-গঞ্জন কিবা বিমল বরণ,
অবয়ব মধুর মিলিত !
দ্বিরদ-রদন-নিভ গ্রীবায় শোভন
কুটিল কুন্তল আলুলিত !

অতি দীর্ঘ অসিত জ্রূরেখার সীমায়
অসিত নয়ন ক্ষণে টলে—
মন্দ আন্দোলিত কাম-কালসর্প-কায়
মুক্ত কৃষ্ণ কঞ্চুকের তলে !

সুমিলিত অধরোষ্ঠ কৌটার বিকাশে
মুকতার পাঁতি দরশিত,
সরলতা ভরে ভ্রমে দাড়িম্বের আশে
নাসা-শুক চঞ্চু প্রলম্বিত ।

সমুচিত প্রতিযোগী রূপ গরিমার
বালক পাইল বালিকায়,
কুমারী কুণ্ঠিত দেখে অজ্ঞাত কুমার
সহজাত ললনা লজ্জায় ।

সবিতা দুহিতা ভিন্ন অন্য কেহ আর
ব্রাহ্মণের নাই পরিজন,
রাখিতে সংসারে স্বর্গ-লুব্ধ চিত্ত তার
সেই মাত্র কোমল বন্ধন।

শুভদিনে উপনীত করি সুদর্শনে
দ্বিজ আরম্ভিল পড়াইতে ;
আসিত পড়িতে আর বহু ছাত্রগণে—
অদ্বিতীয় পণ্ডিত কাশীতে।

ত্বরিত বুঝিল দ্বিজ সুদর্শন সম
শিষ্যদলে কেহ নাহি আর ;
বোধ, স্মৃতি, আবৃত্তি, সকলে নিরূপম,
ব্যাখ্যা নাহি চায় দুই বার।

নয় শুধু সুবোধ, সুশীল সুদর্শন,
সদা রত গুরু শুশ্রূষায় ;
না বলিতে যোগায় গুরুর প্রয়োজন,
মনোজ্ঞ প্রাচীন দাস প্রায়।

সুদর্শন সুবোধ, সুশীল, সুদর্শন,
তায় তার কেহ নাহি আর ;
করে দ্বিজ যতনে পালন আধ্যাপন,
ভাবে নিজ অঙ্গজ কুমার।

সোদরসোদরাহীনা সবিতা সুন্দরী,
সুখসঙ্গে মিলে সুদর্শনে ;
কুমার কখন নিজ পাঠ সাঙ্গ করি
খেলে বসি কুমারীর সনে।

কুসুম উদ্যান ক্ষুদ্র দ্বিজ নিকেতনে,
প্রাতে ফুল তোলে দুই জন ;
সন্ধ্যায় সবিতা বধে ফুল কীটগণে,
মূলে জল দেয় সুদর্শন।

কখন সবিতা বসে শিখিতে রন্ধন,
কাছে বসি ব্রাহ্মণ শিখায় ;
কাষ্ঠ, জল, দ্রব্য, যাহা হয় প্রয়োজন,
সুদর্শন পুলকে যোগায়।

দিবানিশা সিতাসিত দুই পাখা ভরে
সময় বিহঙ্গ উড়ে যায় ;
এ হেন কি আছে কেহ এ অবনী'পরে,
সে না যারে হাসায় কাঁদায় ?

হেমকান্তিকায় সুতে দেয় অঙ্ক পরে—
পিতা মাতা হেঁসে ঢল ঢল !
কৌতুকে অলক্ষ্য পাখী নেয় পুনঃ হরে,
আর না সুখায় আখি জল !

বালক ধূলায় খেলে, যুবতি যুবায়,
প্রাচীনের খেলা কাঞ্চনের,
নিরবে সে পাখী ডাকে—শুনিবারে পায়,
'ক্ষান্ত হয় খেলা সকলের।

কালে দ্বীপ শত হয় সাগর উদরে,
কালে গিরি হয় অদর্শন,
কাননে নগর, কালে কানন নগরে—
কালে বিজ্ঞ অজ্ঞ সুদর্শন।

অভিধান সঙ্গী সনে বিহরে বিস্তার
শাস্ত্রের কাননে সুদর্শন—
নন্দনকানন হারে সুষমায় যার—
দুর্গম রে পথ ব্যাকরণ !

পুরাণ-পাদপ-ছায়া সব তাপহর,
কাব্য-ফুল বিকসিত তায়,
মাঝে মাঝে ব্যবচ্ছেদ স্মৃতির সুন্দর,
শোভে বনস্পতি সংহিতায় ।

কি চারু মণ্ডপচয় সাজে পরে পরে
দর্শনের লতা বিজড়িত !
প্রতি বৃক্ষে শ্রুতি পাখী গায় শিরপরে
"তত্ত্বমসি ! তত্ত্বমসি !" গীত ।

দগ্ধ হয় দারু যথা জ্বরিত দহনে,
জলে যথা শর্করা মিলায়,
অবিরামে অবিরোধে ত্বরিত পঠনে,
সুদর্শন লভিল বিদ্যায় ।

সহাধ্যায়ী সবে মানিল বিস্ময়,
শ্রমহীন প্রাচীন ব্রাহ্মণ ;
সুদর্শন-সন্নিধানে সবে পাঠ লয়
নবীন প্রাচীন ছাত্রগণ।

অন্তর বর্দ্ধিত হেন করিল যে কাল,
করিল সে তনু পরশিত,
অন্তরিত অন্তরের মোহ-তমজাল—
লোম রূপে চিবুকে উদিত।

চারু পটে যথা যোগ্য চিত্রকর করে
ছায়া-রেখা চিত্রিত সুন্দর,
আনন্দের বৃদ্ধি লক্ষ্য যুগ্ম বাহুপরে,
মতি সনে সুগম্ভীর স্বর।

কি পরিবর্ত্তনপূর্ণ লক্ষ্য সবিতায়—
অপরূপ নারী রূপ গতি !
ধূলিধূসরিত কায় বালিকা কোথায় ?
ভাতিল যুবতি প্রজাপতি।

আছে কি সুন্দর কিছু প্রকৃতি সীমায়
হতে নব যুবতি উপমা ?
শারদ সরিৎ, মন্দ আন্দোলিত বায়,
নয় তবু সে রূপ সুষমা !

রম্য—রক্ত নবদল শিশিরের জলে
ঢল ঢল নব রবি করে ;
সুরম্য, রঙ্গিম ছটা রসালের ফলে,
রম্য, সন্ধ্যা-ছায়া নদী'পরে।

রম্য—যন্ত্র-গীত-ধ্বনি ঊষায় তন্দ্রায়,
অতি রম্য, বালবুল ভাষ !
প্রিয় মুখে হাঁসি রম্য, আর রম্য, হায় !
নারী অঙ্গে যৌবন প্রকাশ !

বরিষা লতিকা হেন তনু ঢলঢল,
অঙ্গ সুবলিত, সুললিত ;
অলক্তাক্ত অধরোষ্ঠ করপদতল,
কপোল পাটল বিকসিত।

যুবতি যৌবনে যথা সিন্ধু পূর্ণিমায়—
লাবণ্য সলিল উচ্ছলিত,
নাভির আবর্ত্তে তৃণ লোম.বলি ধায়,
হৃদে ক্ষুদ্র তরঙ্গ লক্ষিত।

কিম্বা কাম ফণী খেলে ফণায় নয়নে
রহি হৃদে বিপুল কুণ্ডলি,
নাভির বিবরে বাস, হেন লয় মনে,
দৃশ্য, সূক্ষ্ম পুচ্ছ লোমাবলি।

ঢাকিতে নিতম্ব বুঝি কুটিল কুন্তল,
লভে মূলে আপন বন্ধন,
বৈরি নাশে সে এখন পুলক চঞ্চল,
পদে পদে প্রকাশে কেমন।

যে কিছু সুন্দর সৃষ্টি নয়নে লক্ষিত,
যে সুন্দর মনে গড়া যায়,
সে সব সুন্দর হৃদে করিয়া সঞ্চিত
ভাবিলে বুঝিবে সবিতায়।

ফুটিলে কলিকা লয় আপনি আশ্রয়
আসি তায় সৌরভ যেমন,
প্রতি অঙ্গে হাব ভাব কেলি সমুদায়
শোভিল যৌবন আভরণ।

গমন, ঈক্ষণ, হাস্য, রোদন, ভাষণ,
সুন্দরীর সকলি সুন্দর!
সুন্দরী যাহাকে করে সুন্দর ঈক্ষণ,
সেও ভাবে আপনা সুন্দর!

শ্রী, কান্তি, সৌন্দর্য্য, তুমি ধর যেবা নাম
কি তুমি! কি প্রকৃতি তোমার!
রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দে তব ধাম,
আকর্ষণী উন্নত আত্মার।

দ্যুতি! তুমি রবি, শশী, তারা অনলের—
কুসুমের সৌরভ সুন্দর,
শর্করার সুরস, শীতলতা অনিলের,
কদাকার কোকিলের স্বর।

কাল কাদম্বিনী ভাল, ভাল সাজে তায়
লোহিতবরণী সৌদামিনী,
ধবল বকের মালা ভাল শোভা পায়,
ভাল —ভালে শ্যামলা মেদিনী !

সুন্দর ভূধর, অতি সুন্দর সাগর,
শস্যময় প্রান্তর সুন্দর,
সুন্দর বিজন বন, সুন্দর নগর,
মরু—ব লুনিলয়—সুন্দর ।

চিৎ চিত্ত সনে তব সংযোগ গোপন—
উভয়ের উল্লাসে উল্লাস ;
চিৎ-ফুলগন্ধ চিত্তপটের দর্পণ
যুবা বৃদ্ধ বদনে প্রকাশ ।

পূর্ণ চিৎময় নাই ক্ষয় বৃদ্ধি যা'র,
পূর্ণানন্দ চিৎময় জন ;
তব পূর্ণ অধিষ্ঠান কেমন তাহায়,
হায় ! না দেখিল এ নয়ন !

ভুলিলাম সংসার-সুষমা-কণিকায়
সুষমার আকর ছাড়িয়া ;
ছাড়িলাম জরামৃত্যুহারিণী সুধায়
কটু অর্ক ক্ষীরের লাগিয়া ।

আন্ধারে কন্দরে যোগী মুদিয়া নয়ন
দেখে তাপবিহীন বিভায় ;
আতপেতে ভ্রমিয়া অবোধমতিগণ
আন্ধার নেহারে হতাশায়

কি কারণে ? অতি উচ্চ আশাতরু তার
হয় যদি সমগ্র সফল,
আস্বাদনে রস নাহি মিলে কল্পনার
গুপ্ত তায় আধি কীটদল ।

হে সৌন্দর্য্য ! স্পর্শে যার সুন্দর সুন্দর,
দেখা দেও মানস নয়নে—
মলিন দেখুক আঁখি বিধু বিভাকর,
দুই পূর্ণ পূর্ণের মিলনে !

নবছিদ্র বাঁশরীর স্বরের আলাপ
শুনে মর্ম্ম কে বুঝিবে তার ?
নয় সে সঙ্গীত সুধু শোকের বিলাপ,
যেতে চায় বংশে আপনার।

সামান্য কামিনী-কান্তি-কণিকা বর্ণনে
কান্তি কাজে মতি দুরাশায়,
পাখাবাঙ্কা পাখী অল্প উঠিলে যতনে
পড়ে পুনঃ ধরায় ধূলায়।

যৌবনে কামিনী কান্তি যত হতে পারে,
ত্রুটি তার নাই সবিতায় ;
লাবণ্যে ভূষিত তনু বিনা অলঙ্কারে,
চাই সুধু সিন্দুর সিঁথায়।

গোপনে রক্ষিত সদা বিভব যৌবন,
নাই আর প্রকাশ ভ্রমণ ;
আগারে নিবাস, কার্য্য কেবল রন্ধন,
সহকারী সঙ্গী সুদর্শন।

অবকাশ কালে বসি তুলি লয়ে করে
কত ছবি লিখে সুদর্শন,
নিকটে সবিতা বসি দেখে সুখভরে,
গুলে দেয় কখন বরণ।

কীট, পাখী, তরু, লতা লিখে অগনন,
এক দিন লিখে সবিতায়
সবিতার করে তুলে দিল সুদর্শন,
সবিতা কহিল চেয়ে তায় :—

"কার রূপ ছবি-লেখা দেখি মম মত ?"
হাসিয়া কহিল সুদর্শন—
"প্রকাশিতে পারি নাই হৃদে আছে যত,
পটে রূপ তোমার তেমন !"

বালক বালিকা এবে যুবক যুবতী,
আছে তবু পুর্ব্বের হৃদয় ;
ভাবের ব্যত্যয় কাল ঘটালে সম্প্রতি,
ভুলাইতে না পেরে প্রণয়।

পরস্পরে উভয়ের উভয়ে প্রণয়,
সহকারী সমর তাহার,
স্বভাবে ইন্দ্রিয় তোষে, পশু ভাব নয়,
নয় দেব ভাব কল্পনায়।

মধ্য ভাবে প্রেম করে মধ্য জীব নরে,
চায় সুখ আদান প্রদান;
সযতনে তোষে; তুষ্ট থাকিবার তরে
প্রাণ পণে কিনে লয় প্রাণ।

তাদের সে প্রেম নয় গন্ধময় ফুল,
কেবল তুষিতে নাসিকায়,
সৌরভিত, সুরসিত, আহারের তুল
অন্তরের বুভুক্ষা জাগায়।

রসঃ-পয়, রাগ-অগ্নি তাপ দেয় তারে,
লালসার শর্করা মিলিত,
প্রেমের পায়সস্থিত ধৈর্য্যের আধারে,
নয় দর্ব্বী মিলনে মিলিত।

বিসঙ্গ স্নেহের বীজ সঞ্চিত পূর্ব্বের,
সেই তায় তণ্ডুল যেমন,
যৌবনে ব্যঞ্জিত, নাই ধূমা মালিন্যের,
সুপাচক ঠাকুর মদন।

আমায় না ভালবাসে ভালবাসি যায়,
নরক না সমতুল তার,
ভালবাসি যারে ভালবাসে সে আমায়,
এ হতে কি সুখ আছে আর ?

তবে কিসে দিন দিন ম্লান সুদর্শন,
আভাহীন মুখ কান্তিমার ?
নদী তীরে হেথা সেথা একাকী ভ্রমন,
ছেড়ে সুখ-সঙ্গ সবিতার।

প্রতিযোগী প্রেম কি হয়েছে সংঘটন ?
সবিতা কি রত অন্য জনে ?
সবিতা মলিনা তবে রয় কি কারণ ?
দেখিতে না পেয়ে সুদর্শনে ?

অন্য কোন রূপসীরে করি দরশন,
সুদর্শন ব্যাকুল কি চিতে?
সুরূপসী সুশীলা কামিনী কোন্ জন
সবিতার অধিক কাশীতে?

সুদর্শন স্বগনের শোকে এ প্রকার?
কখন না সম্ভবে এমন;
শাস্ত্র পাঠে বুঝিতে কি বাকি আছে তার
স্রোতে তৃণ জীবের মিলন।

পাপ আচরণ তরে এমন বিকার?
হেতু তার না হয় লক্ষিত,
প্রবল সবিতা-প্রেমে ক্ষুধা লালসার?
তাও ধৈর্য্যে আছে নিবারিত।

তবে কেন বলি সেই মণিকর্ণিকায়
অতি শোকে করে উচ্চারণ—
"ধরণি! হৃদয়ে তুমি ধর কি গো, হায়!
আমার সমান অভাজন?

"মধু হরিলাম রে বধিয়া মক্ষিকায়,
এ গ্লানি কি ঘুচিবে আমার!
"যখন হবে রে ব্যক্ত সত্য সমুদয়—
আচার্য্য কি বাচিবেন আর!

"পিতা হইলেন যিনি জেনে পিতৃহীন,
পালিলেন অঙ্গজ সমান,
"কালসর্প আমি, এই মুখে এক দিন,
দংশিয়া বধিব তাঁর প্রাণ!

"প্রতারণা-ফণি! তুমি দ্বিফণা ভূষিত—
আগে পাছে সমান নিধন;
"প্রতারিত হয় বটে প্রথমে দংশিত,
মরে পরে প্রতারক জন!

"হা সবিতা সরলা, হা হৃদয়ের ধন!
কি হবে কি হবে রে তোমার!
"আমি পাপী ধরি বটে কঠিন জীবন,
কোমলা কি বাচিবে আমার!

"বিষাদে, প্রমোদে, রণে, বনে, সিংহাসনে
ভাগ্যে নিয়া যেখানে রাখিবে,
"মনের সবিতা বটে রবে চির মনে,
আঁখি কি সে আশ মিটাইবে ?

"মার্জ্জিতা, রঞ্জিতা নারী দেখেছি অনেক,
ইতঃপর পাইব দেখিতে,
"পাব কি সে বর দলে দেখিতে জনেক,
অভূষিতা সবিতা ভুলিতে ?"

সুদর্শন ভাবে হেন বিষন্ন বদনে,
আছে কোন গোপন ব্যাপার ;
কাল পাখী উড়িতেছে, পাখার পবনে
উড়াইবে আবরণ তার।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভোজন কারণ,
হয় মাত্র গতি নিকেতনে,
রয়, চাই গুরুর শুশ্রূষা যত ক্ষণ,
অবকাশে ভ্রমণ বিজনে।

সবিতা খেদিতা দেখে এ পরিবর্ত্তন,
নারী-হৃদি নিবাস শঙ্কার ;
বিজলি সমান দেখা দেয় সুদর্শন,
পুনঃ পূরে বিঘোর আন্ধার।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভাব করি দরশন
ভাবিল এ প্রেমের বিকার,
যদিও না জানে তা সবিতাসুদর্শন,
বৃদ্ধ প্রেম জানে দোঁহাকার।

সুধীর স্থবিরগণ রয় মৌনাসন,
অতি বোধে অতি বোধ হীন ;
বিফলে চাতুরী যে খেলে যুবাগণ—
প্রাচীনেরা চাতুরী-প্রাচীন।

পুত্র নির্ব্বিশেষে করি পালন যাহার
সযতনে দিল অধ্যায়ন,
সুখ-ভাণ্ড-শূন্যভাগ পুরাইতে তার
এক দিন ডাকিল ব্রাহ্মণ।

শব্দ মাত্র নিকটে আগত সুদর্শন,
সসম্ভ্রমে "কি আদেশ?" বলে ;
বসিবারে কহে, পদ করি আবরণ
বন্দি পদ বসে পদতলে।

প্রশান্ত স্নেহের দৃষ্টি আরোপিয়া তায়
কহে দ্বিজ সুমধুর স্বরে—
"জান, বৎস, এ সংসার নাট্যশালা প্রায়,
এক যায় অন্য আসে পরে।

"সমাগত প্রস্থানের সময় আমার
তনু বেশ করি পরিহার ;
"প্রাচীনের উপযোগী নয় এ সংসার,
প্রাচীন না উপযুক্ত তার।

"দেশ হতে গমন করিতে দেশান্তরে
পাথেয়ের হয় প্রয়োজন,
"লোক হতে গমন করিতে লোকান্তরে
পাথেয়—বিষয় বিসর্জ্জন।

"তোমায় অর্পিতে চাই সবিতার ভার;
নাই অন্য সংসার বন্ধন;
"অতি শিশুকালে মাতা নিহত তাহার—
দেখো, যেন করে না রোদন।

"বিবাহের লগ্ন আছে আগামী নিশায়,
পরিণীত করি দুই জনে
"এড়াইয়া এ বারের সংসার চিন্তায়
সমাধি সাধিব গিয়া বনে।

"ছাত্র সহকারে কাল শাস্ত্র অধ্যাপনে
মম মত করিবে যাপন;
"সময়ে সংসার দিয়া শিক্ষিত নন্দনে
মম মত যেও পুনঃ বন।

নিরখিয়া চায় দ্বিজ ছাত্রের বদন,
হেরিবারে হর্ষের আভাস,
দেখিল পাণ্ডুর মুখ ঘুর্ণিত নয়ন,
নাসায় নিরুদ্ধ যেন শ্বাস।

ক্ষণেক স্তম্ভার পেয়ে কয় সুদর্শন—
দর দর ধারা দুনয়নে—
"যে কথা না যুক্ত আর করিতে গোপন
হায় ! মুখে কহিব কেমনে ?

"অগোচর নাই, প্রভু, নাম আকবর,
দিল্লীধাম রাজধানী যাঁর,
"আবুলফজল তাঁর খ্যাত লিপিকার—
ফৈজী নাম ভ্রাতা আমি তাঁর !

"হিন্দুশাস্ত্র-রত্নাকর রতন গ্রহণে,
হতে প্রীতিভাজন রাজার,
"আদেশিলা রাজা সব অনুচরগণে,
নরাধম করিল স্বীকার।

"অজ্ঞ আমি পাপ পুণ্য কি জানি তখন ?
হায় ! হায় ! বুঝেছি সম্প্রতি,
"অনুতাপে কলঙ্কে কাটিবে এ জীবন,
মরিলে নরকে হবে গতি !"

কহিতে কহিতে কথা অদূরে সত্বর
যাতনার স্বর নিনাদিত,
দেখিল আসিয়া দোঁহে—ধরার উপর,
সবিতার তনু নিপতিত।

কাঁদিয়া বদনে জল দেয় সুদর্শন,
করে ঘন ব্যজন চালন ;
সকলি বিফল !—শুনে শোকের কারণ
সুকোমলা ত্যজেছে জীবন !

বিমল বরণ ক্রমে ঢাকে কালিমায়,
তনু যেন তুষারে স্নাপিত,
বুঝিল, না পেয়ে শ্বাস স্পর্শ নাসিকায়—
চিরঘুমে নেত্র নিমিলিত !

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ক্ষণে সবিতায় চায়,
ক্ষণে পুনঃ চায় সুদর্শনে,
সুদর্শন হৃদে ধরে শব সবিতায়,
ভাসে তপ্ত আঁখি বরিষণে।

"অজ্ঞ নও, বৎস! তবে কেন শোক আর ?"
ধীর স্বরে কহিল ব্রাহ্মণ—
"অবশ্য ঘটিবে যা অবশ্য ঘটিবার—
ভবিতব্যে রোধে কোন্ জন ?

"করি আশীর্ব্বাদ হোক সম্পদ তোমার,
হও প্রীতিপাত্র পাতশার;
"এক মাত্র অনুরোধ রাখিবে আমার,
—বেদ-মর্ম্ম করোনা প্রচার!

দুহিতার প্রেত-ক্রিয়া করি সমাধান,
তুষানলে দ্বিজ ত্যজি প্রাণ,
গেল চলি যেখানেতে যায় পুণ্যবান,
ফৈজী দিল্লী করিল প্রস্থান।

সযতনে সম্রাট তুষিল সমাদরে
গণ্য বিজ্ঞ বিজ্ঞের সভায়,
কোরাণ রচিত যার অবিন্দু অক্ষরে,
বিদ্যা-কীর্ত্তি অরবী ভাষায়।

সব সুখে সুখী ফৈজী, তবু সুখী নয়—
দীর্ঘশ্বাসে দিত বিজ্ঞাপন;
সম্রাটের নেত্রে নীরবিন্দুর উদয়
শুনিয়া শোকের বিবরণ।

কোথা ফৈজী, আকবর, প্রাচীন ব্রাহ্মণ?
সে সবিতা কোথায় এখন?—
তুমি আমি কালে লীন হব সব জন,
রবে রব—কার্য্যের ঘোষণ।